দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

রাবি ও রুয়েটে শিবির সন্দেহে শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ

প্রকাশিত: ১২ - অক্টোবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

- আবাসিক হলে ‘পলিটিক্যাল ব্লক’

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী / রাবি সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্রতিটি আবাসিক হলে পাশাপাশি কয়েকটি কক্ষ দখলে নিয়ে পলিটিক্যাল ব্লক বানিয়ে থাকছেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। অভিযোগ রয়েছে, এসব ব্লক ছাত্রলীগের একেকটি ‘টর্চার সেল’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শিবির সন্দেহে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করা হয় এসব কক্ষে। পূর্ব শত্রুতা কিংবা চাঁদাবাজির জন্যেও শিক্ষার্থী ও দলীয় কর্মীদের ধরে এনে নির্যাতন করে পরে ‘শিবির’ কিংবা ‘মাদক কারবারি’ বলে পুলিশে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ না পাওয়া এদের অনেককেই ছেড়ে দেয় পুলিশ। শিবির ধরার ক্রেডিট ও চাঁদাবাজি করে অর্থ আদায়ের উদ্দেশেই এসব করে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়েও (রুয়েট) এমন একাধিক অভিযোগ আছে।

অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রলীগ নেতাদের দখলদারিত্বে হলগুলোতে জিম্মি হয়ে আছেন আবাসিক শিক্ষার্থীরা। দখল করে সিট বাণিজ্য করে হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের টাকা। ছাত্রলীগের কাছে অসহায় হলের প্রাধ্যক্ষরাও। নেতাদের নির্দেশনা না মানলে ‘শিবির’ আখ্যা দিয়ে চলে মারধর। গত বছর পর্যন্তও প্রতিনিয়ত আতঙ্কে ছিলেন শিক্ষার্থীরা। চলতি বছরে শিবির সন্দেহে মারধরের কোন অভিযোগ না পাওয়া গেলেও, চাঁদার দাবিতে জিম্মি করে মারধরের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও ভয়ে মুখ খোলেন না তারা। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দাপটে অসহায় রাবি ও রুয়েট প্রশাসনও। তাদের এসব ঘটনায় জড়িত নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি বুয়েট আবরার হত্যার পর আবাসিক হলে ছাত্র নির্যাতনের বিষয়টি আলোচ্য হলে এই দুটি বিশ^বিদ্যালয়ে টর্চার সেলের বিষয়টি সামনে আসে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি বছর ৮ ফেব্রুয়ারি রাবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সুরঞ্জিত প্রসাদ বৃত্তের নেতৃত্বে কয়েক নেতাকর্মী ৩ শিক্ষার্থীকে সোহরাওয়ার্দী হলে জিম্মি করে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। পরে তাদের মারধর করে মাদক কারবারি ও ছাত্রদল আখ্যা দিয়ে পুলিশে দেয়। ২০১৮ সালের ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় ১৪ শিক্ষার্থীকে মুন্নুজান হলের সামনে থেকে ধরে বঙ্গবন্ধু হলের ২৩৩ নম্বর কক্ষে নিয়ে যায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। সেখানে তাদের এক ঘণ্টা আটকে রেখে মারধর ও জিজ্ঞাসাবাদের পর ৪ জনকে পুলিশে দেয়। এর আগে ৪ জুলাই ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ‘কটূক্তি’র অভিযোগ ও শিবির সন্দেহে গানের তালে তালে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা।

২০১৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বসে গল্প করার সময় ৯ শিক্ষার্থীকে শিবির সন্দেহে জোর করে বঙ্গবন্ধু হলে নিয়ে যান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। সেখানে তাদের বেধড়ক পেটানো হয়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের পুলিশে দেয়া হয়। ২০১৭ সালের ৯ আগস্ট রাত ১২টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী হলের বিভিন্ন কক্ষ থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ১২ জনকে আটক করে পেটায়। ভোর ৪টার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের পুলিশে দেয়া হয়।

২০১৭ সালের ১৭ আগস্ট পূর্ব শত্রুতার জের ধরে রুয়েট শাখা ছাত্রলীগের উপ-গণশিক্ষা সম্পাদক নির্ঝর আহমেদকে মারধর করে দলীয় কর্মীরা। পরে তাকে উদ্ধার করতে এলে রাবি ছাত্রলীগ কর্মী আমিনুল ইসলাম হীরাকে ধাওয়া দিয়ে আটক করে পুলিশে দেয়া হয়। একই বছর ২৫ অক্টোবর সাইফ নামের এক শিক্ষার্থীকে 'শিবির' সন্দেহে মারধর করে পুলিশে দেয় রুয়েট ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এর আগে ১২ এপ্রিল রুয়েটের আবাসিক হল থেকে আটক করে শহিদুল ইসলাম নামের রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রকে শিবির সন্দেহে মারধর করে পুলিশে দেয় ছাত্রলীগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রলীগ নেতা জানান, ক্যাম্পাসে শিবির ধরার সস্তা ক্রেডিট আর চাঁদাবাজি করতেই অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ধরে এনে পেটানো হয়। অনেক সময় চিহ্নিত শিবির নেতাকর্মীরা ছাড় পেলেও ভুক্তভোগী হয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

তবে বিষয়টি অস্বীকার করে রাবি ও রুয়েট ছাত্রলীগ। রুয়েট ছাত্রলীগ সভাপতি নাইমুর রহমান নিবিড় বলেন, শিবির সন্দেহে কাউকে মারধর করা হয়নি। এসব অভিযোগ সত্য নয়। কেবল চিহ্নিত শিবির নেতাকর্মীদেরই পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

রাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ রুনু বলেন, এই ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কোন টর্চার সেল নেই। শিবির সন্দেহে কোন শিক্ষার্থীকেও হয়রানি করা হয় না। যারা শিবির নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন নাশকতার মামলার আসামি তাদেরই পুলিশের কাছে তুলে দেয়া হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাবি প্রক্টর অধ্যাপক লুৎফর রহমান বলেন, ক্যাম্পাসে যে যাই অপরাধ করুক তা দেখার এখতিয়ার কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনের। আমাকে কেউ যদি হয়রানির অভিযোগ দেয় তবে আমি ব্যবস্থা নেব।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com